রূপরেখা

গার্গী ভট্টাচার্য

Ruprekha

GARGI BHATTACHARYA

+++

COPYRIGHTED MATERIAL

রূপরেখা

***

গার্গী ভট্টাচার্য

Images; Internet, credit goes to them .

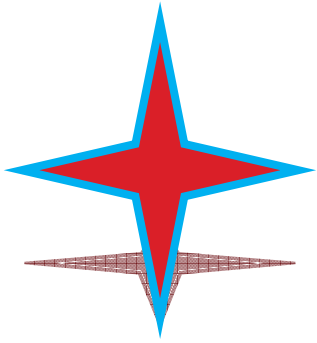

Bamakhepa Baba

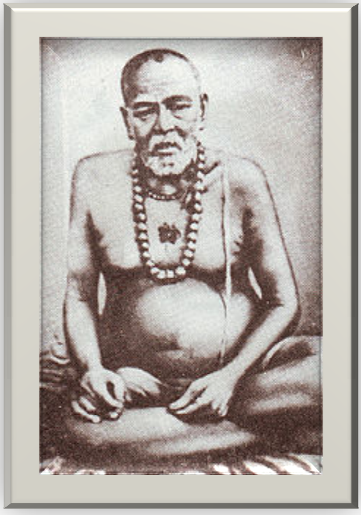

এক হাসপাতাল এইখানে আসবে সূর্যদেবের রশ্মি। ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক রে। ও তাতে হবে বিনাশ এই পাপের আলয়ের। এখানে কচি কচি শিশুদের মোলেস্ট করে পাদ্রীরা ও অর্গ্যান ট্র্যাফিকিং করা হয়। কিন্তু ভগবান যিশুর নাম করে চালানো হাসপাতালে সব চেপে দেওয়া হয় ভয় দেখিয়ে। এই হাসপাতাল ওভেনে। ক্যালভেরি নাম এর।

আমারও ভুঁয়ো রিপোর্ট এখানেই দেওয়া হয়।

মার্ক জুকার্বার্গ মারা গিয়েছে। এই শয়তানের মৃত্যু হয়েছে ওরই কোম্পানির কর্মীদের হাতে। ওকে স্মেক কুং ফু / বক্সিং এই উপায়ে মারা হয়েছে একেবারে খালি হাতে। নাড়ি ভুঁড়ি বার করে নিয়েছে ওর। এবার ওর কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাবে। এদের মস্তবড় র‍্যাকেট চলে। কেউ মরলেই বডি ডবল বেড়িয়ে যায়। বডি ডবলরা হল ফ্রেন্ড অভিনেতা/অভিনেত্রী। অনেক সময় সিলিকন

মুখোশ পরেও চালায় । অবিকল একই দেখতে । খুব কাছে না গেলে বোঝা দায় ।

কিন্তু এর ক্ষেত্রে খবর না বার হলেও এর কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাবে ।

এর বৌ প্রিসিলা চ্যাং যে এক মোঙ্গোলিয়ান ক্যানিবালিজম্ পরিবারের মেয়ে সে এবার স্ট্রিট সেক্স ওয়ার্কার হয়ে নিজ দেহ বিকাবে পথেঘাটে । কারণ বেশি ডার্ক এনটিটি নিয়ে কাজ করলে এমনই হয় ।

অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রীর বৌয়ের লিওমায়ো সারকোমা দেখা দেবে বলেছি কারণ ওরা আমাকে ঐ অসুখ দেওয়া শুরু করে কিন্তু এরা যদি দলাই লামার চিকিৎসকের কাছে যায় যিনি ক্যান্সার সারাতে সক্ষম তাহলে ওদের ক্যান্সার অ্যারেস্ট হতে পারে কারণ এর যেই ধরণের সারকোমা হবে তা কিমো ও রেডিও রেজিস্ট্যান্ট ক্যান্সার হবে । তাই ইভলবড্

সোলদের সাথে বজ্জাতি করতে নেই । গত জন্মে ইরাকের সৈনিক মুহান্দিসের বৌ আসমা আমার আর সোলিমানির সম্পর্ক ভাঙায় তুকতাক করে করে কারণ ও সোলেইমানিকে চাইতো । আর মুহান্দিস্‌ আর ও দুজনেই কোনো ভালোমানুষ ছিলো না গত জন্মেও । আর পরে ওরা বিয়ে করে নেয় এইজনমের মতন । কিন্তু পরে আসমা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলো কারণ আমি ও সোলেইমানি দুজনেই অতি এগোনো আত্মা ছিলাম ।

ইন্টার্নেটে শয়তানি করার আগে যেমন জেনে নেওয়া উচিৎ উল্টোদিকে কে আছে সেরকম এখানেও তাই । তুমি জানোনা যে কোন আত্মা কোন কর্ম কাটানোর জন্য কি দেহ ধারণ করে এসেছেন । তিনি হতে পারেন মহাসাধক বুবু/রাই ওনাদের মতন অথবা কোনো দেবদেবী । তাই সাবধান শয়তানি করার আগে । তোমার পুরো জীবন নয় বিবর্তনের পুরো

মানচিত্রই বদলে যেতে পারে এসব করলে। তারচেয়ে ভগবৎ সাধনা করো। যখন অকাল্ট বিদ্যা নিয়ে কাজই করছো তখন হোয়াই নট ঐশ্বরিক শক্তি ? তাতে সব পাবে ও নিজের দূর্দশাও হবেনা। তোমার কারো বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ যদি থাকে কিংবা রাগ সেটাও মন খুলে ভগবানকে বলো। তিনি হয়ত ক্ষতি করবেন না সেই ব্যাক্তির কিন্তু তোমার অন্তরে এমন প্রশান্তি এনে দেবেন যে তুমি আদার সাইড অফ্ দা কয়েন দেখতে সক্ষম হবে ও দেখতে পাবে অনেক সময়ই যে তুমি একটা ডিলিউশানের মধ্যে বাস করে তার ক্ষতি করতে উদ্যত হয়েছিলে যা তোমারও চরম ক্ষতি করে দিতে পারতো। আবার এমনও হতে পারে যে ঈশ্বর হয়ত তাকে তোমার থেকেও বেশি করে কঠোর হাতে শাস্তি দিয়ে দিলেন যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। কাজেই নিজের হাতে আইন না নেবার মতন তুমি শাস্তির ব্যাপারটাও নিও না এতে তার সাথে

সাথে তোমারও অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। যখন বুঝতে পারবে তখন আর কিছুই করার থাকবে না হয়ত।

আমি দেখলাম এখানে সরকার চালানো হাই প্রিস্টকে। অত্যন্ত লম্বা মুখ ও দাঁড়িওয়ালা এক মানুষ। থরহরি কম্পমান শয়তানের ভারে সে। সেই সব চালায় এখানে। তারই নির্দেশ মেনে সব চলে এখানে এখন। সাতানিক চার্চ যাকে বলে। ঢুলু ঢুলু আঁখি তার। যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে সবসময়। ধ্যানমগ্ন নয়। বলা ভালো তাকে ভূতে ধরেছে। পসেস্ড্।

স্পিরিচুয়াল চ্যালেঞ্জগুলো নিতে হয়। তাহলে উত্তরণ হয়ে যায়। যেমন আমি এত ডার্ক ফোর্স এর কবলে পড়তে রাজি হয়েছি বলে আমার আর কিছু লোকে পাড়ি দিতে হবেনা। একবারে উত্তরণ হয়ে যাবে। আমি মহলোক থেকে এসেছিলাম। এবর জনলোক ও তপলোক টপকে সত্যলোকে নিয়ে যাবেন

আমাকে শ্রী রমণ মহর্ষি । কারণ আমি এই চ্যালেঞ্জ নিয়েছি যে আমি এত ডার্ক ফোর্স হজম করবো । আর আমি মাত্র সাতবার জন্মেছি । তার আগে গুহ নম: শিবায়ের সাথে ছিলাম একই আত্মা হয়ে । কাজেই সেইদিক থেকে আমি ক্ষণজন্মা সাধ্বী । বেশি অভিজ্ঞতা না করেই আমার উত্তরণ হয়েছে কারণ আমি ঐ চ্যালেঞ্জ নিয়েছি । আর আমি লো ভাইব্রেশান এর আত্মাদের সাথে বিয়েশাদি করেছি ও তাদের পরিবারে বিয়ে করে গিয়েছে মানে এনার্জি এনট্যাঙ্গেল করেছি যা সাধারণত: দেবদেবীরা করেন না । অনেকে করেনও বা তাঁদের মোক্ষ ত্বরান্বিত হয় ও উত্তরণ হয়ে যায় উচ্চলোকে । তাই আধ্যাত্মিক চ্যালেঞ্জ নেওয়া খুবই জরুরি । সহজ নয় । পিশাচ/রাক্ষস অ্যাটাক করবেই ওদের সাথে যুক্ত হলে কিন্তু ভগবানের রক্ষাকবচ নিয়েই জন্ম নেবে তুমি তাই ভয় নেই কোনো ।

এখানে বলি আমি ছোট থেকেই কেরালাকে খুব ভালোবাসি । জিওগ্রাফিতে সব রাজ্যের কথা পড়ে আমি সবচেয়ে আকর্ষিত হই কেরালার দিকেই । ওকে নিজের মায়ের আঁচল মনে হতো । কারণ আমি আগের জন্মে ওখানেই ছিলাম যে ।

আর মৃত্যুর সময় সোলেইমানিকে বলি যে আমার প্রতি কেউ বিশ্বস্ত থাকেনি কেবল তুমি ছাড়া । তুমি বিয়েও করোনি । জানিনা আত্মা কি দিয়ে তৈরি তবে তোমার আর আমার মনে হয় একই জিনিস দিয়ে তৈরি ।

এখন দেখো সেটা কেমন মিলে গিয়েছে । কেবল একই জিনিস দিয়ে তৈরিই নয় আমাদের একটাই আত্মা । দুটি দেহ মাত্র ।

কাজেই বিশ্বাস ও অনুভূতিকে জীবনে গুরুত্ব দিও । ইন্টিউশান খুব জরুরী । আমরা রোবট

নই । তাই ইমোশান্স ও ইন্টিউশানকে গুরুত্ব দিও দেখবে অনেক ভালো থাকবে ।

স্পর্শ ও অনুভবকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেই সুখী হওয়া সম্ভব । আজকাল মানুষের জীবনে স্পর্শ কমে গিয়েছে তাই সমাজে এত বিপত্তি ।

কুতপাকে মনে পড়ে ? যে নিজ সারমেয়কে হাতুড়ি দিয়ে মেরেছে ?সে নিজ মায়ের গহনা চুরি করে কেটে পড়েছিলো । মায়ের গহনা মেয়েই পাবে যদি না মা তা দুই ছেলের বৌকে দিয়ে যায় । কিন্তু এই লোভী মহিলা কাউকে না জানিয়ে সেসব হাতিয়ে নিয়ে পালায় অথচ নাম যায় ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির লোকের ওপরে যারা মালবাহী ট্রাকের কাজ করতে আমার বাসায় আসে । রায়বাঘিনী পিশাচ সিদ্ধ নন্দিনী নয় ননদিনী । আসলে ইভেল স্পিরিটরা কর্কট অসুখ করে দিয়ে তা দেহে চেপে রাখে যাতে মানুষ মরে যায় ও আত্মাটিকে তারা তাদের লোকে বা গ্রহে নিয়ে

গিয়ে দল ভারী করতে পারে । এটাই মহাবিশ্বের নিয়ম । যেমন রাজনৈতিক দল বা খেলার দল করে সেরকমই আরকি ।

তাই আমাদের উপ প্রধাণ মন্ত্রী বা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পত্নীর এই অসুখ না বার হলেও অবাক হবার নয় কারণ এগুলি ডার্ক স্পিরিটরা বার হতে দেয়না । আর তাদের দেহে অসংখ্য এই স্পিরিট ছেয়ে যায় যা ক্রমশ প্রকাশ্যের মতন ক্যান্সার অসুখে রূপান্তরিত হয়ে এক মহাপ্রলয় ঘটিয়ে ফেলে । তাই স্বাস্থ্য মন্ত্রী যদি দলাই লামার নিকটে যান তাহলে ওখানে অনেক প্রতাপশালী এক্সরসিস্টগণ রয়েছেন যারা ওনার ও ওনার স্ত্রীর বা পরিবারের ভেতর থেকে এইসব ডার্ক স্পিরিট কেটে বার করে দেবেন আর ওনারা বেঁচে যাবেন ।

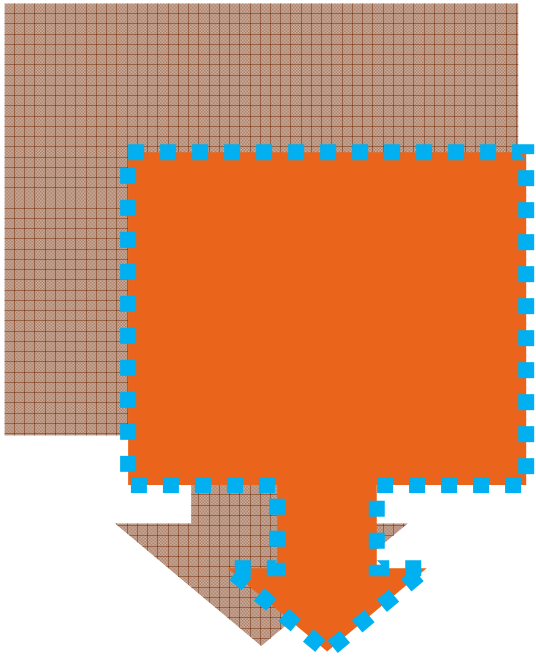

ভারতী আইয়ার নামক একটি মেয়ের কথা লিখি যে ঈশা ফাউন্ডেশানের হয়ে কাজ করতো। তাকে ওরাই মারে অত্যন্ত ব্রুটালি। কারণ সে ধরা পড়ে যায়। ফেসবুকে বসে বসে বড় বড় মানুষদের নিয়ে নোংরা জিনিস লিখতো ও বাজারে স্ক্যাম ছড়াতো সে। কিন্তু তার জীবন বড়ই দুঃখের। তার বাবা ছোট থেকে তাকে মোলেস্ট করতো। মা মারা যাবার পরে সবাই ভাবে যে বাবা সাধু আর বিয়ে করেনি কিন্তু ঘটনা উল্টো। পরে তার সম্বন্ধ করে বিয়েও দেয়। এক ব্যাঙ্ক কর্মীর সাথে। দুটি সন্তান নিয়ে সে থাকতো। ঈশা ফাউন্ডেশানে যায় ধ্যানলিঙ্গমের সন্ধানে যে ধ্যান করে কূল কুন্ডলিনীকে জাগাবে আর শান্তি পাবে। সেখানে সদ্‌গুরু জাগ্গি বাসুদেব অর্থাৎ প্রমোদ মহাজন পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক হওয়াতে কর্ণপিশাচের দ্বারা জানতে পারে এর অতীত ও একে ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করে ও বিছানায় নিয়ে যায়। হয়ত কিছু টাকাকড়িও দেয়।

তারপর থেকে একে তন্ত্র দ্বারা কন্ট্রোল করতে শুরু করে ও মেয়েটির সর্বনাশ করে দেয় । এইভাবে ওকে সুস্থভাবে বাঁচার একটা সুযোগ পর্যন্ত না ওর বাবা দিয়েছে না সমাজ । অথচ মেয়েটির কি অপরাধ ছিলো এমন ?

ও কি ক্রিমিন্যাল নাকি পতিতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলো ? অসুস্থ সমাজ এরজন্য দায়ী আর তার কারণ অসুস্থ মনের মানুষ । আর কিছু সুযোগ সন্ধানী যারা কেবল সব লুটেপুটে নিয়ে পালিয়ে যায় অথচ যেই সমাজ থেকে খায় পরে তাকে কিছু দেবার নাম করেনা ।

আর এমন দিনকাল পড়েছে যে এরা যেমন উদাহরণ হল কুতপা; উনিশ থেকে বিশ হলে কুকুর বিড়ালের ওপরে অবধি কালা জাদু করে মেরে ফেলছে আর ঘরের কোণায় বসে এমন এমন সব এনটিটি জাগাচ্ছে যে পুছো মাত্ ! এদের মহাশ্মশানে থাকার কথা অথচ রোজগেরে গিন্নী সেজে সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

কুতপার স্বামী এবার ময়লার গাড়িতে চাপা পড়ে অত্যন্ত জঘন্য ভাবে মারা যাবে। কারণ তার বৌয়ের হাত মারণ-উচাটন বাণ। যাকে তাকে মেরে ফেলতে সক্ষম সে অল্প বিস্তর মনোমালিন্য হলেই।

কুকুর বিড়াল হাঁচলেও সে বাণ মারে।

কিন্তু সারাটা জগৎ-ই কি এমন ? এর বাইরে কি কিছুই নেই ? সবাই সবাইকে কেবল কালা জাদু করছে ও বাণ মারছে ? নাহ্ এমন নয় আদৌ। অনেক দেবদেবীরা আছেন যারা এসব ভৌতিক ও আধিভৌতিক বিষয় নিয়ে কাজ করেন না। পার্থিব জগতে যেমন লোকে বাস করতে চায় সেরকম স্বর্গলোকেও দেবদেবীরা থাকতে চায়। কেউ পতিত হতে রাজি নয়। সবাই ওখানকার সুখে সুখী হতে চায়। তাই ওখানেও অনেক রকমের ভদ্রেন আছে। যে যা চায় পেতে পারে।

যেমন অগ্নিদেব ও স্বাহা দেবী , সূর্য দেব , চিত্রা নক্ষত্র , জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র , মা লক্ষ্মী , বিশ্বকর্মা ঠাকুর , শনিদেব, ভালোবাসার দেবতা যৌনতার নয় কামদেব ও রতিদেবী - এনারা সরাসরি কালা জাদুর সাথে সংযুক্ত নাহলেও ক্ষেত্রবিশেষে হয়তবা ভগবানের নির্দেশে এরাও কখনো কখনো ভক্তের উদ্ধারের জন্য কোনো কিছু করে দিতে পারেন কারণ সমস্ত স্পিরিচুয়াল গুরু , ফরিস্তা , অ্যাঞ্জেল ও দেবদেবীরা সংযুক্ত এক অলৌকিক শক্তির দ্বারা যাকে বলা হয় শুভময় অস্তিত্ব ও অবিনশ্বর আলোর প্রতীক । কোনো কবি তাই বুঝি বলে গিয়েছেন ,

বোধি বোধি বোধি !

তব চিদাকাশ তবে আলো হোক্ !!!

লোকালয়ে বসে পিশাচ /ব্রহ্ম রাক্ষস জাগাচ্ছে

সমাপ্ত